তারিখ ১৩।১২।২০০০
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

দৈনিক সংবাদ

47

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংক্রান্ত অযৌক্তিক ও বেআইনি সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত অবান্তর, অযৌক্তিক ও বেআইনি একতরফা সকল সিদ্ধান্ত বাতিল, "পুস্তকা" নামে দাখিলকৃত ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদপত্রবিহীন অবৈধ দরপত্র নন রেসপনসিবল ঘোষণা করা, নকল প্রতিরোধে ২০০১ শিক্ষাবর্ষের সব বই দেশীয় মিলে উৎপাদিত বিশেষ রঙের কাগজে মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়া, সঠিক সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবই পৌছানোর লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান ব্যবস্থাসহ বোর্ডের সকল অনিময়। দুর্নীতি, দায়িত্বে অবহেলা, অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপের তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের

পাঠ্যপুস্তক ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

পাঠ্যপুস্তক ঃ মুদ্রণ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিপণন সমিতিসমূহের সমন্বয় কমিটি।

গতকাল শনিবার স্থানীয় একটি হোটেলে কমিটি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমিক স্তর বিষয়ক সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক মোঃ আবু তাহের, প্রাথমিক স্তরবিষয়ক সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক মোঃ রাব্বানী জাব্বার, শহীদ সেরনিয়াবাত, আ. ফ. ম শাহ আলম, আবদুর রাজ্জাক, নাগিবুল ইসলাম দীপু, ওসমান গনি, বাহাউদ্দিন, আবুল কালাম, দিলিপ কুমার মৈত্র প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গত জুলাই মাসে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র আহ্বান করে। আগস্ট মাসে দরপত্র খোলা হয়। এ সময় উপস্থিত দরদাতারা ১৪টি দরপত্র বিষয়ে আপত্তি তুললে ১৩টি বাতিল হয়ে যায়। অন্য দরপত্রটি রেসপনসিভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যার মালিকের নাম ইকবাল আহমেদ এবং প্রতিষ্ঠানের নাম 'পুস্তকা'।

বক্তারা বলেন, আপত্তিকৃত ১৪টি দরপত্রের সঙ্গে এনসিটিবির সচিবের গোপন সম্পৃক্ততার কারণে তিনি 'পুস্তকা'র স্বার্থ সংরক্ষণে একের পর এক অনিয়ম করে চলেছেন।